ছয় দফা আন্দোলন

১. স্বায়ত্তশাসন কী?

২. ছয় দফা বলতে কি বুঝ?

৩. ছয় দফার দফাসমূহ আলোচনা কর।

৪. ছয় দফা আন্দোলনের অর্থনৈতিক দফা আলোচনা কর। (তৃতীয় থেকে পঞ্চম দফা)

৫. ছয় দফাকে কি বাঙালির মুক্তির সনদ বলা যায়?

৬. ছয় দফা কি পাকিস্তানের জন্য হুমকি স্বরূপ ছিল?

স্বায়ত্তশাসন কী?

‘স্বশাসন’ শব্দটি ইংরেজিতে ‘Autonomy’ হিসেবে পরিচিত, যা মূলত দুটি গ্রিক শব্দ থেকে এসেছে: ‘অটোস’ (অর্থাৎ "স্ব" বা "নিজের") এবং ‘নামোস’ (অর্থাৎ "শাসন" বা "আইন")। ফলে, ‘Autonomy’ বা স্বায়ত্তশাসন বলতে বোঝায় যে, একটি সত্তা বা ব্যক্তি তার নিজের শাসন বা আইন তৈরি এবং পালন করার ক্ষমতা রাখে। এই ধারণাটি সাধারণত যুক্তি এবং স্বাধীন চিন্তার সাথে সম্পর্কিত হয়।

একটি উদাহরণ হিসেবে, G. Vesey এবং P. Faulkes তাদের "Collins Dictionary of Philosophy" বইয়ে বলেন:

“স্বশাসন এমন একটি ধারণা, যেখানে নৈতিক বিধি বা নিয়মগুলি স্বাধীনভাবে যুক্তির ভিত্তিতে গৃহীত হতে হবে, কেবলমাত্র বাহ্যিকভাবে চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয়।”

স্বশাসনের মূলে রয়েছে সেই সত্তা বা ব্যক্তির ক্ষমতা, যে তার নিজের সার্বভৌমত্ব এবং শাসনের অধিকারী। এটি প্রকাশ করে যে, সেই সত্তা বা ব্যক্তি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনা করার পূর্ণ স্বাধীনতা রাখে। স্বশাসনের মূল বক্তব্য হলো, নিজস্ব সার্বভৌম ক্ষমতার চর্চা এবং স্বকর্তৃত্বের প্রতিষ্ঠা, যা এক ধরনের রাজনৈতিক স্বাধীনতার স্বীকৃতি প্রদান করে।

ছয় দফা কি?

পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে যুক্ত থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের শাসনের দায়িত্ব ও ক্ষমতা থাকবে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের হাতে

পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের নিজেদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনই ৬ দফা আন্দোলন

৬ দফা দাবি

১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমান লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী দলের সম্মেলন চলাকালে ঐতিহাসিক ছয় দফা কর্মসূচি ঘোষণা দিতে ব্যর্থ হয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ কর্মসূচি ঘোষণা করেন। ছয় দফা কর্মসূচি প্রচারিত হওয়ার পরপর পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক সাড়া পড়ে যায় এবং পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ এ কর্মসূচি সমর্থন করেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রওনক জাহান বলেন, “৬ দফা আন্দোলন ক্ষণস্থায়ী হলেও তা বাঙালির রাজনীতির ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটায় এবং পরবর্তীকালে রাজনৈতিক আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি নির্ধারণ করে”। বস্তুত, ১৯৬৬ পরবর্তী বাংলাদেশে স্বায়ত্তশাসনভিত্তিক আন্দোলন, '৭০ এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয় তথা ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের পেছনে উৎসাহ যুগিয়েছিল ছয় দফাভিত্তিক স্পৃহা।

প্রথম দফা

শাসনতান্ত্রিক কাঠামো ও রাষ্ট্রের প্রকৃতি:

১৯৪০ সালের ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা করে পাকিস্তানকে সত্যিকার যুক্ত রাষ্ট্রে পরিণত করতে হবে। এ যুক্ত রাষ্ট্রের সরকার হবে পার্লামেন্ট পদ্ধতির। প্রদেশগুলোকে পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন নিতে হবে। পাকিস্তানের আইন পরিষদ হবে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদগুলো গঠিত হবে সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের মাধ্যমে।

দ্বিতীয় দফা

কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা:

কেন্দ্রীয় বা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের হাতে কেবলমাত্র দেশরক্ষা এবং পররাষ্ট্র ও দুটি বিষয়ে ক্ষমতা সীমাবদ্ধ থাকবে। অবশিষ্ট সকল বিষয়ে অঙ্গরাজ্যগুলোর পূর্ণ ক্ষমতা থাকবে।

তৃতীয় দফা

মুদ্রা ও অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ক ক্ষমতা:

মুদ্রা ও অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতার ক্ষেত্রে দুটি বিকল্প প্রস্তাব করা হয়। এদুটি প্রস্তাবের মধ্য থেকে যে কোন একটিকে গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রস্তাব দুটি নিম্নরূপঃ

ক. পৃথক মুদ্রা ব্যবস্থা: পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুটি পৃথক অথচ সহজ বা অবাধে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা চালু থাকবে। এ ক্ষেত্রে দু'অঞ্চলের জন্য স্বতন্ত্র বা পৃথক পৃথক স্টেট ব্যাংক থাকবে এবং মুদ্রার পরিচালনা ক্ষমতা থাকবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। অথবা

খ.একই মুদ্রা ব্যবস্থা: দেশের দু'অঞ্চলের জন্য একই মুদ্রার ব্যবস্থা থাকবে। তবে সংবিধানে এমন ব্যবস্থা রাখতে হবে যে, যাতে করে এক অঞ্চলের মুদ্রা অন্য অঞ্চলে পাচার হতে না পারে। বিশেষ করে, পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে মূলধন পাচার বন্ধ করার জন্য সংবিধানে কার্যকর ব্যবস্থা রাখতে হবে। এ ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক ব্যাংকিং রিজার্ভের ব্যবস্থাসহ পৃথক অর্থ বিষয়ক নীতি প্রবর্তন করতে হবে।

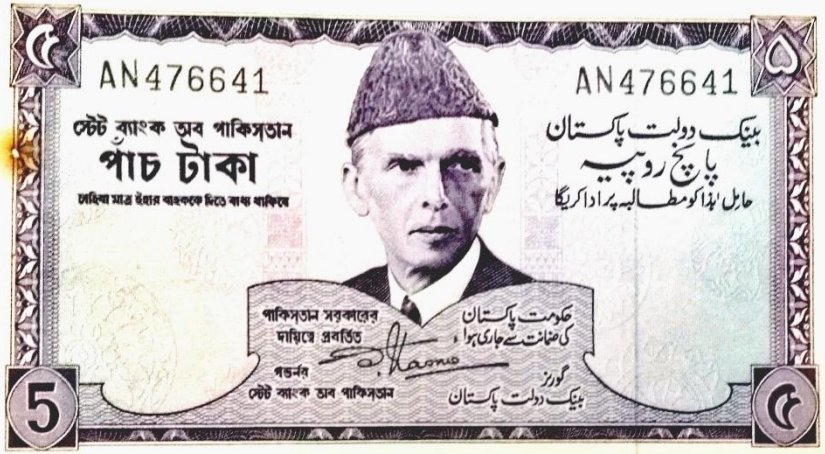

চতুর্থ দফা

রাজস্ব কর ও শুল্ক বিষয়ক ক্ষমতা:

সকল প্রকার ট্যাক্স, খাজনা ধার্য ও আদায়ের ক্ষমতা থাকবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। কেন্দ্রীয় সরকারের এ ব্যাপারে কোন ক্ষমতা থাকবে না। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য আঞ্চলিক সরকারের আদায়কৃত রাজস্বের একটি অংশ ফেডারেল তহবিলে জমা হবে।

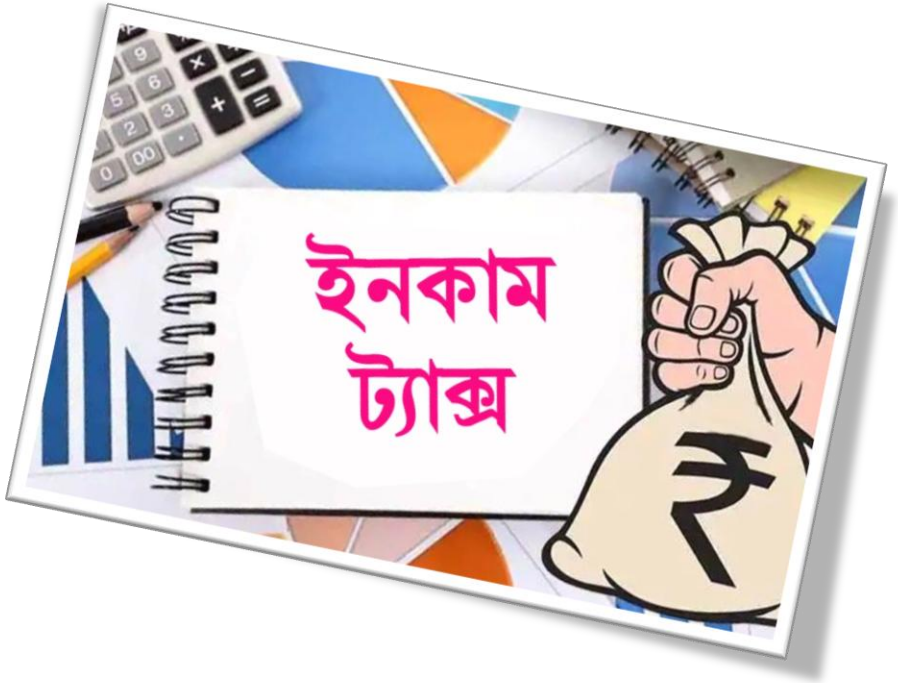

পঞ্চম দফা

বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ক ক্ষমতা:

পঞ্চম দফায় বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ে নিম্নরূপ সাংবিধানিক বিধানের সুপারিশ করা হয়।

ক. ফেডারেশনভুক্ত প্রত্যেকটি অঙ্গরাজ্যের বহির্বাণিজ্যের পৃথক পৃথক হিসাব রক্ষা করতে হবে।

খ. বহির্বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা অঙ্গ রাজ্যগুলোর এখতিয়ারেথাকবে এবং অঙ্গরাজ্যগুলোর প্রয়োজনে অঙ্গরাজ্যগুলো কর্তৃক ব্যবহৃত হবে।

গ. কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা সমান হারে অথবা সর্বসম্মতনির্দিষ্ট হারে অঙ্গরাজ্যগুলো মিটাবে।

ঘ. অঙ্গরাজ্যগুলোর মধ্যে দেশজ দ্রব্য চলাচলের ক্ষেত্রে শুল্ক বা করজাতীয় কোন জাতীয় বাধানিষেধ থাকবে না।

ঙ. সংবিধানে অঙ্গরাজ্যগুলোকে বিদেশে নিজ নিজ অঙ্গরাজ্যের বাণিজ্য প্রতিনিধি দল প্রেরণের এবং স্ব স্ব বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের ক্ষমতা থাকবে।

ষষ্ঠ দফা

আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠনের ক্ষমতা:

এ দফায় নিম্নলিখিত দাবিসমূহ পেশ করা হয়:

ক. আঞ্চলিক সংহতি ও জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার জন্য সংবিধানে অঙ্গরাজ্যগুলোকে স্বীয় কর্তৃত্বাধীনে আধা-সামরিক বাহিনী বা আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠনের ক্ষমতা দিতে হবে।

খ. কেন্দ্রীয় সরকারের সকল শাখায় বা চাকরি ক্ষেত্রে প্রতিটি ইউনিট থেকে জনসংখ্যার ভিত্তিতে লোক নিয়োগ করতে হবে।

গ. নৌবাহিনীর সদর দপ্তর করাচি থেকে চট্টগ্রামে স্থানান্তর করতে হবে।

সুতরাং বলা যায়, ১৯৬৬ সালের ছয় দফা ছিল সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলার জনগণের জন্য একটি স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে বেঁচে থাকার দাবি।

৬ দফা বাঙালির মুক্তির সনদ

১. **বাঙালিদের মধ্যে নবজাগরণের সূচনা:** পাকিস্তানের নির্যাতন, নিপীড়ন, শাসন ও শোষণের যাঁতাকলে পড়ে সমগ্র বাঙ্গালি জাতি যখন সামাজিক অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যখন দিশেহারা, তখন ছয় দফা বাঙ্গালী জাতির মধ্যে এক নবজাগরণ সৃষ্টি করে মুক্তির সনদ হিসেবে আবির্ভূত হয়।

২. **স্বতন্ত্র সত্তা:** ছয় দফা ছিল মূলত পূর্ব পাকিস্তানবাসী বাঙ্গালিদের আত্মনিয়ন্ত্রন অধিকারের দাবি, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাঙ্গালিদের একটি স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে বেঁচে থাকার দাবি, পাকিস্তানি শাসন, শোষণ, অত্যাচার ও বঞ্চনার হাত থেকে পূর্ব পাকিস্তানবাসীদের মুক্ত করার একটি সুচিন্তিত ও কার্যকরী পদক্ষেপ।

৩. **পাকিস্তানি শাসকদের অপরিসীম নিয়ন্ত্রন থেকে মুক্তি:** এ কর্মসূচির মূল লক্ষ্য ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের অধিকতর শক্তিশালী আমলা ও বুর্জোয়া শ্রেণিরনিয়ন্ত্রণমুক্ত করে পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদের উপর বাঙ্গালি মধ্যবিত্ত শ্রেণি তথা উদীয়মান শিল্পগোষ্ঠী ব্যবসায়ী ও পেশাজীবীদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা।

৪. **স্বাধীনতার পথ সুগম:** এ কর্মসূচিকে সামনে রেখে যে স্বাধিকার আন্দোলন শুরু হয় তা পরবর্তীতে স্বাধীনতা সংগ্রামে অবতীর্ণ হয় এবং বহু ত্যাগের বিনিময়ে বাঙ্গালি জাতি স্বাধীনতা অর্জন করে। সৃষ্টি হয় বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের। ফলে চূড়ান্ত বিশ্লেষণে বলা যায় ছয় দফা কর্মসূচি ছিল বাঙ্গালি জাতির মুক্তির সনদ।

৬ দফা পাকিস্তানের ঐক্যের প্রতি হুমকি স্বরূপ কি-না?

১. **পাকিস্তানিদের ছয় দফার বিরোধিতা:** ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি ৬-দফা দাবি উত্থাপিত হওয়ার পরপরই পাকিস্তানের পত্র-পত্রিকা, প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ও তাঁর দোসর শোষকগোষ্ঠী ছয় দফাকে যান্ত্রিক স্বৈরশাসনাধীন পাকিস্তান ভাঙ্গার হাতিয়ার এবং শেখ মুজিবুর রহমানকে ষড়যন্ত্রকারী আখ্যা দিতে থাকে।

২. **ছয় দফার বিরুদ্ধে পাকিস্তানিদের প্রতিবাদ:** এমনকি ৬-দফাভিত্তিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার হুমকি দেয়। পূর্ব পাকিস্তানের ইসলামপন্থি ও বামপন্থি দলের নেতারাও ৬-দফাকে পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতার দলিল রূপে আখ্যা দেয় এবং দেশের ঐক্য রক্ষার্থে জিহাদ ঘোষণা করে।

৩. **বাঙালিদের নায্য দাবি:** ছয় দফার কোথাও পাকিস্তান ভাঙ্গার অথবা পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করার উল্লেখ ছিল না বা প্রস্তাবের প্রণেতা শেখ মুজিবুর রহমান কখনো পাকিস্তান থেকে পৃথক হবার কথা ঘোষণা করেননি।

৬ দফা পাকিস্তানের ঐক্যের প্রতি হুমকি স্বরূপ কি-না?

৪. ছয় দফা বিশ্লেষণঃ ৬-দফা বিশ্লেষণ করলে আমরা স্পষ্টত উপলব্ধি করতে পারি যে, এর প্রথম ও দ্বিতীয় দফা ছিল পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবি তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম দফা ছিল পাকিস্তানের দু'অঞ্চলের মধ্যকার অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার ন্যায়সঙ্গত দাবি এবং ষষ্ঠ দফা ছিল পূর্বাঞ্চলের জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার দাবি। কিন্তু পাকিস্তান সরকার ও তাদের সমর্থকরা ৬-দফাকে বিকৃত ভাষায় ব্যাখ্যা দিয়েছে।

৫. পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর ছয় দফা অস্বীকারঃ পাকিস্তানের শোষক শ্রেণী কোনো অবস্থাতেই ৬-দফাভিত্তিক দাবি মানতে রাজি ছিল না। তাই ৬-দফা আন্দোলনকে নস্যাৎ করার লক্ষে সরকার বাঙালিদের ওপর কঠোর দমননীতি অনুসরণ করে।

৬. বাঙালিদের আন্দোলনঃ দুর্বার বাঙালি পাকিস্তানিদের কাছে মাথা নত না করে ৬-দফাভিত্তিক গণআন্দোলনকে গণঅভ্যুত্থানে রূপ দেয় এবং শেষ পর্যন্ত এ গণঅভ্যুত্থান সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ অর্জন করে।